The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (P 159 - 186)
Published in October, 2023

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়ঃ কারণ ও প্রতিকার

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান*

প্রতিপাদ্যসার

যখনই মানবজাতি কর্তৃক আল্লাহর অবাধ্যতা, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন, অন্যায়, অশ্লীলতা, ব্যভিচারের মতো অপরাধসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্রে বেশি হয়; তখনই তাদের উপর আল্লাহর গজব ও বিপর্যয় নেমে আসে ; যেন তারা পুনরায় সত্যের দিকে ফিরে আসে। পবিত্র কুরআনে অন্যায়কারীদের সীমালংঘনের কারণে বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, লূত ও ফেরাউন প্রভৃতির ধ্বংসের কাহিনী স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজাতির উপর প্রকৃতিক বিপর্যয়সমূহ অবতীর্ণের কারণ বিশ্লেষণ করে এগুলো থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানাধরনের বালা-মুসীবত, বিভিন্নভাবে ভয়, ক্ষুধা এবং জীবনহানী, ধন-সম্পদ ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গজবের মাধ্যমে প্রকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন। এ পরীক্ষাগুলো ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত কিছু নয়। এমনকি আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকেও বালা-মসীবত দিয়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তখন বিপদ-আপদ ও আল্লাহ প্রদত্ত গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসে বলে উল্লেখ করা হয়েছে আল-কুরআনের অনেক স্থানে। বিশেষভাবে যখন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস ভুলুণ্ঠিত হয়, যিনা-ব্যভিচারে সমাজ-রাষ্ট্রে বেড়ে যায়, আল্লাহর অবাধ্যতা সর্বত্র সয়লাব হয়, নির্বিচারে পরস্পরকে হত্যা করা হয়, মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়। তখনই মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন নামে বিপদ-আপদ ও

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লাহর গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসে এবং বান্দা তাওবা করে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরে আসলে আল্লাহ তায়ালা গজব উঠিয়ে নেন মর্মে আল-কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে।

প্রকৃতিক বিপর্যয় ও বিপদগ্রস্তের কারণ

আল্লাহদ্রোহিতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির উপর অসন্তুষ্ট হন। যদি আমরা সবাই সকল ধরনের পাপকর্ম, যিনা-ব্যভিচার, যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নীপিড়ন বর্জন করে আল্লাহর নিকট গুণাহ ক্ষমা চেয়ে তাঁর দিকেই আবার প্রত্যাবর্তন করি, সত্য পথে চলি, নিয়মিত সালাত আদায় করি, তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াতসহ আমলে সালেহ করি, তাহলে প্রকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা সম্ভব। মোটকথা আল্লাহর বিধান কুরআন-সুন্নাহ সার্বিক আদেশ নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকারের গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয় উঠিয়ে নিবেন।

প্রকৃতিক বিপর্যয় হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করা। কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করা। বিপদ থেকে রক্ষা তথা মহামারী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ না করা। পরস্পকে কষ্ট দেয়া। যুলুম-নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা করা। পরস্পকে সহযোগিতা না করে কৃপনতা করা। গুনাহ করেও তাওবা ও ইস্তেগফার না করা। আল্লাহর যিকির না করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরুদ না পড়া ইত্যাদি। ইসলামিক স্কলারগণ বিশেষভাবে প্রকৃতিক বিপর্যয় তথা বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসার সাধারণত দু'টি কারণ নির্ধারণ করেছেন,

এক. **ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা**

দুই. **আল্লাহদ্রোহিতা**

নিম্নে এ দু'টি কারণ বিশ্লেষণ করা রয়েছে।

এক. **ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা**

ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মানব জাতির উপর বিপদ-আপদ-মুসীবত আল্লাহর গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসতে পারে। যেমন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের পর বর্তমানে ডেঙ্গুজ্বর সবার মাঝে মহাআতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে, মূলত তা আল্লাহর গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয়। যা ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা।

প্রকৃতিক বিপর্যয়ে সম্পদহানী, জীবননাশ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা

বিপদ-আপদ, বিভিন্ন ভয়-ভীতি, খাদ্য সংকট, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদহানী, জীবননাশ ও ফল-ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এমতাবস্থায় ঈমানদারদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

''আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে। যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী [সূরা আল-বাকারাহ ০২:৪১]।'' এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানাধরনের বালা-মুসীবত তথা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, ক্ষতিকারক করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে জীবনহানী ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর এটি ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত কিছু নয়। এমনকি আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকেও বালা-মসীবত দিয়ে অনেক ঈমানী পরীক্ষা করেছেন।[১] ইমাম বুখারী (রহ.) এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম এভাবে করেছেন **بَاب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ** ''মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবী ও রাসূলগণ। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রথম ব্যক্তি এবং পরবর্তী প্রথম ব্যক্তি।''

প্রকৃতিক বিপর্যয় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত হয় না

আল-কুরআনের এক আয়াতে মু'মিনদেরকে (আল্লাহর উপরই পূর্ণ ঈমান বা আস্থা রাখা উচিত) লক্ষ্য করে বলা হয়েছে,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

''(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছুই হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত [**সূরা আত-তাওবা** ০৯:৫১]।'' এ আয়াতে স্পষ্ট যে, একজন মুসলিম সদাসর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং ফয়সালার প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। বালা-মুসিবত বা খোদয়ী গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আক্রান্ত হলেও ঈমানদারদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে বেশি বেশি আল্লাহর হুকুম পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দুই. আল্লাহদ্রোহিতা

আল্লাহদ্রোহিতা বলতে আল্লাহ নাফরমানি করা। আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হ্যয়প্রতিপন্ন করা এবং কুরআন বিরেধী জীবন পরিচালনা করা। যা আল্লাহর আইনের সাথে যুদ্ধ করার শামিল।

যখন আল্লাহদ্রোহিতা চরমশীর্ষে অবস্থান করে, তখন বিপদ-আপদ বা অদৃশ্য আল্লাহর গজব আরম্ভ হয়ে যায়। ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস ভুলণ্ঠিত হয়, যিনা-ব্যভিচারে সমাজ-রাষ্ট্র রোগাগ্রস্থ হয়, আল্লাহদ্রোহিতা সর্বোত্র সয়লাব হয়, মুসলিমরা বিধর্মীদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়। তখনই বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব বিভিন্ন নামে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'আযাব আসে মর্মে আল-কুরআনে ঘোষণা রয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে অসহায় নারী-পুরুষ ও অবুঝ শিশুসহ মানবতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা

মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নির্যাতন, চীনে 'উইঘর' এলাকায় (বড় বড় বিল্ডিং এর ভিতরে বন্দি অবস্থায়) মুসলিমদের উপর নির্যাতন, ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাধিঁয়ে সরকারের সহযোগিতায় মুসলিম জনতার উপর নির্যাতন ও ধর্মীয় স্থান মসজিদ ভাঙ্গা, কাশ্মিরে মুসলিমদের অধিকার হরণ, ইরাক ও আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার আগ্রাসন, ফিলিস্তিনে মুসলিমের উপর অকাতরে হত্যা ও লুণ্ঠন, সিরিয়া, জিনজিয়ানসহ বিশ্বের বহু স্থানে ২০০০ সাল থেকে মুসলিম অসহায় নারী-পুরুষ ও অবুঝ শিশুসহ মানবতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়।

বিশেষভাবে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর সে দেশে বৌদ্ধ জনগণ ও সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে নির্যাতন তথা নিধনযোগ্য চালাচ্ছে তা শুধু মুসলমানদেরকেই নয় বরং দেশ-জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান বিশ্বসভ্যতাকে হতবাক করেছে। এ ধরনের অমানবিক অত্যাচার-অবিচার কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি নীরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রোহিঙ্গা মুসলিমকে আগুন লাগিয়ে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা, রোহিঙ্গা মুসলিমের লাশকে ক্ষত বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো করলেও রাষ্ট্র কোন প্রতিকার করছে না। অথচ মানবতাবাদী আমাদের বাংলাদেশের গণমানুষের নেতা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশে স্থান দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীতের মাঝে তিনি যদি দয়া করে স্থান না দিতেন, তাদের ভাগ্যে কি হতো? আল্লাহই ভালো জানেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা মুসলিমকে বাংলাদেশে স্থান দেয়ায় সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনতা তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

মিয়ানমার একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত দেশ। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূলকথা ''অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ।'' আর জীব হত্যা মহাপাপ হলেও রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠি যুবক, নারী ও শিশুর উপর পরিচালিত নির্বিচারে গণহত্যা করছে। আবার কখনো রোহিঙ্গা মুসলিমকে পাখির মতো গুলি করে অথবা কাউকে কুপিয়ে হত্যা করে লাশকে ক্ষত বিক্ষিপ্ত করছে এবং পবিত্র সতী-সাধী নারীর ইজ্জত-আব্রুকে ধর্ষণ করার পর নির্মমভাবে হত্যা করছে (দৈনিক যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর-২০১৬খ্রি.)। প্রশ্ন জাগে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী কি জীবের সংজ্ঞায় পড়ে না? এরই নাম কি 'অহিংসা পরম ধর্ম?' মায়ানমারের আর্মি কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যা, শিশু হত্যা ও নারীদের ধর্ষণের বিষয়টি তদন্তের রিপোর্টে একবারেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ প্রসংগে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের 'Daily Sun' পত্রিকার মোটা অক্ষরে লেখা প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম সংবাদ শিরোনাম ''Hundreds of Rohingyas killed in Myanmar: UN; children slaughtered, women raped by Army" শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহল লেখা প্রকাশ পায়। রিপোটির বিবরণ হলো- Myanmar`s military crackdown on Rohingya Muslim has likely killed hundreds of peupler, with children slaughtered and women gang-raped in a camping that may amount to ethnic cleansing, the UN said (03.02.2017) Friday, Reports AFP. Soldiers have fired on sibilinas from helicopters while bands of troops have gone door-to-door in northern Rakhine state, terrorising Rohingya and torching their homes, according to a report from the United Nations human rights office. (The Quranic Studies, VOLUME-6

NO.4, June-2016. p- 129). অর্থাৎ, রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর মিয়ানমারের সামরিক দমন-পিড়নে শতশত লোককে হত্যা করা হযেছে, শিশুদের জবাই করা হয়েছে এবং একটি শিবিরে নারী:ের গণধর্ষণ করা হয়েছে। যা জাতিগত নির্মূলের সমান। মিয়ানমারের সৈন্যরা হেলিকপ্টার থেকে সিবিলিনাদের উপর গুলি চালিয়েছে, তখন সৈন্যদের দল উত্তর রাখাইন রাজ্যে দ্বারে দ্বারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের আতঙ্কিত করছে। তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করছে। আর হত্যা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ। আর এ পাপই তাদের জন্য বিরাট গজব।

প্রকৃতিক বিপর্যয়ঃ প্রেক্ষিত করোনা ভাইরাস

২৩ মে ২০২২ তারিখে 'ভাইরাস (COVID-19)' এর গজবে সমগ্র বিশ্বে মানুষ মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৩ লক্ষ ৩৩১ জনে এবং ৫২ কোটি ৭৬ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯১ জন লোক এ ভাইরাসে আক্রান্ত। এর ফলে সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে থমকে গেছে। অচল হয়ে গেছে সমগ্র বিশ্ব। আজ বিশ্বে ভাইরাস এর ভয়াবহতা দেখলে আল-কুরআনে বর্ণিত জাতিসমূহ ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ হয়ে যায়। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সেরা অর্থবীদ ও সমর কৌশলে যুগের সেরা ছিলো। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা, ক্ষমতার বড়াই, অত্যধিক জঘণ্য পাপের কারণে তাদের সকল কিছু ধ্বংস হয়ে ধূলয় মিশে গেলো। বর্তমান পরাশক্তির অধিকারী, পারমানবিক শক্তির অধিকারী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী চীন, আমেরিকা, জাপান, ইটালী, ভারত, রাশিয়া, কানাডা, পাকিস্তানসহ প্রায় ২১০ (দুইশত দশ) রাষ্ট্রের উপরে ভাইরাস এর মতো অদৃশ্য একটি জীবানুর কাছে কতো অসহায় বিশ্ববাসী। তাদের এটম বোম, প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্র আজ আল্লাহ প্রদত্ত গজব করোনা ভাইরাস এর কাছে সম্পূর্ণ অসহায়। সবাই আল্লাহর ক্ষমতার কাছে নতী স্বীকার করছে।

প্রকৃতিক বিপর্যয়ঃ আল্লাহর অবাধ্যতা

মূলত সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের উপর সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন, আল্লাহর অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ফল বলে অনেকেই মনে করেন। ঐশীবাণী আল-কুরআনের বর্ণনানুযায়ী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল 'আলামীনের দু'আর বরকতে পুরো জাতি ধ্বংস না হলেও আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে গজব দিয়ে শেষ করার জন্য তৈরী করেনি। আল্লাহ মানুষকে **أَشْرَفَ المخْلُوقَاتِ** (আশরাফুল মাখলুকাত) 'সৃষ্টির সেরা' হিসেবে সুন্দর আকৃতিতে মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** ''আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে [সূরা তীন ৯৫: ৪]।'' অপর আয়াতে বলেন, **إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ** ''নিশ্চয়ই মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ [সূরা যুখরুফ ৪৩:১৫]।'' অথচ যখনই বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে তাগুতিশক্তির প্রভাবে মানবজাতির মাঝে যুলুম, শোষণ, নিপিড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃর্ভুত বিচারকার্য, চতুর্দিকে মিথ্যর সয়লাব, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়। তখনই আল্লাহর গজব মানবজাতির উপর নাযিল হয়।

প্রকৃতিক বিপর্যয়: যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা

যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যধি। ভাবতেও অবাক লাগে, গ্রীসে শিক্ষিত নগ্ন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কলোনী রয়েছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে প্রায়ই সেক্স লটারী হয়। এই লটারীর প্রধান পুরস্কার হিসেবে একটি হোটেল কক্ষের চাবি ও যৌন ক্রিয়ার জন্য একটি মেয়ে সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর সাপ্তাহিক 'ষ্টার্ণ' পত্রিকার প্রচ্ছদে 'যৌন সামগ্রী' হিসেবে মহিলাদের নগ্ন ছবি ছাপানো হয়ে থাকে। ইতালীর অবস্থা আরও মারাত্মক, সেখানে মহিলারা সমুদ্র সৈকতে নগ্ন স্নান করার অনুমতি লাভ করেছে, কিন্তু পুরুষেরা সেই অনুমতি পায়নি।

মহামারি এইডস প্রসংগে ডাঃ রবার্ট রেডফিল্ড বলেন, (AIDS is a sexually transmitted disease) ''এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।'' তিনি বলেন, ''আমাদের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই বাকী নেই। কম-বেশি আমরা সকলেরই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গিয়েছি। এইডস্ হচ্ছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমাদের উপর শাস্তি এবং অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে।''

প্রকৃতিক বিপর্যয়: বিভিন্ন নামে বালা-মুসীবত

সকল বিষয়ে আল্লাহই জানেন। আল-কুরআনের ঘোষণায় **وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** ''আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা [সূরা আন-নূর ২৪:১৯]।'' তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে শাস্তি প্রদানের জন্যে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত দিয়ে থাকেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ১৪৪২ বছর পূর্বেই এরশাদ করেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

''স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে [সূরা আর-রুম ৩০:৪১]।''

প্রকৃতিক বিপর্যয়: মানুষের কৃতকর্মের ফল

যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো আমাদের কৃতকর্মের কারণেই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বলা হয়েছে,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

''তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। (ক্ষমা চাইলে) তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন [**সূরা আশ-শুরা** ৪২:৩০]।'' লজ্জা থাকলে একজন মানুষ অশ্লিলতাপূর্ণ ছবি দেখতে পারে না। কেননা এটা চরম সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম জিনিস দেখার কারণে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের অবস্থা

বর্ণনা করার পর বলেন, **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ** ''তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী [সূরা আল-বাকারা ০২:১০]।'' মিথ্যাবাদীরা সৎ পথ পায় না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مَسْرِفٌ كَذَّابٌ

''আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না [সূরা মু'মিন ৪০:২৮]।''

প্রকৃতিক বিপর্যয়ঃ অশ্লীলতার প্রসার

অশ্লীলতা সমাজে যখন বেড়ে যায়, তখন প্রকৃতিক বিপর্যয় হয়। অশ্লীলতার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। অশ্লীলতার প্রসারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

''যারা চায় যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি [**সূরা আন নূর** ২৪:১৯]।'' আর এটা শতভাগ সত্য যে, নাফরমান, আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য বিরোধিতা, আল-কুরআন-হাদীস অবমাননা, যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপকতা, যুলুম-নির্যাতন-নীপিড়ন বৃদ্ধি এবং বিধর্মী কর্তৃক মুসলিম নিধন ইত্যাদি মানুষের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তখন আকাশ থেকে যমিনে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন নামে ভাইরাস বা জীবানু অথবা সরাসরি গজবের 'আযাব দিয়ে শাস্তি প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ** ''যে ব্যক্তি মন্দকাজ করবে তাকে সে কাজের প্রতিফলন দেয়া হবে [সূরা আশ-শুরা ৪২:৩০]।''

প্রকৃতিক বিপর্যয় তথা বালা-মুসীবত দ্বারা মু'মিন ব্যক্তির পাপ মোচন

বালা-মুসীবত, যে কোন খারাপ অনুসর্গ, খারাপ জীবানু বা ভাইরাসসহ বিভিন্ন নামে সকল প্রকার গজব আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে। আর তা কখনো ব্যক্তিগতভাবে হয় আবার কখনো সামষ্টিকভাবে হয়ে থাকে। আর সামষ্টিকভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে নিস্পাপ মা'সূম শিশু বা ঈমানদার মুত্তাকী বান্দাও তাকদীরের কারণে মৃত্যু হবে। হাদীসের পরিভাষায় তা শহীদের মৃত্যু সমতুল্য বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঘোষণা রয়েছে, যা সহীহুল বুখারী [**بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ** হাদীস নং- ৫২০৯], সহীহ মুসলিম [**بَاب ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا** হাদীস নং- ৪৬৬৭], সুনানুত তিরমিযী [**بَاب وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ** হাদীস নং- ২৯৬৪], আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হাদীস নং- ২০৩১২] ও মুসান্নাফু আবদুর রাজ্জাক [হাদীস নং- ৭৪৮৫] কিতাবে এভাবে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهم زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

''আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।'' অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারীসহ হাদীসের বহু গ্রন্থে[৫] এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم **قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ**

''আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর সকল যন্ত্রনা, রোগ ব্যাধি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও ফেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার পাপসমূহ মোচন করে দেন [সহীহুল বুখারী **بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ** হাদীস নং- ৫২১০]।'' অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

''মুসলমানদের অসুখের দ্বারা আল্লাহ তাদের গুনাহ তেমনি দূর করে দেন, যেমনি আগুন সোন-রুপার মরিচা দূর করে দেন [আবূ দাঊদ: **بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ** হাদীস নং- ২৬৮৮]।'' অপর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, **مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ** ''আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন, তাকে মুসীবতে লিপ্ত করেন [বুখারী **بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ** হাদীস নং- ৫২১৩]।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ

''যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তার উপর থেকে গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষ থেকে ঝরে যায় তার পাতাগুলো [সহীহুল বুখারী, **بَاب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ** হাদীস নং- ৫২১৫ ও ৫২২৯]।'' হাদীসের অপর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, ''আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাযুক্ত গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করলে অমনি পাতাগুলো ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, **الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** কোন বান্দা ''আল-হামদুলিল্লাহ'', ''সুবহানাল্লাহ'' এবং ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি অতি পবিত্র এবং তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মহান) বললে তা তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে।'' এ হাদীসটি সুনানুত তিরমিযী [অধ্যায়: কিতাবুত দাওয়াত, **بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ** হাদীস নং- ৩৪৫৬], 'কানযুল 'উম্মাল'[হাদীস নং- ২০১০], আল-মুসনাদুল জামে' [হাদীস নং- ১১৫৫, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৮], সহীহু ওয়া দা'ঈফু আল-জামি'উস সগীর [খ. ৬ষ্ট, হাদীস নং- ২৪৮১, পৃ. ৪২৮], সহীহু আত-তারগীব ওয়াত তারহীব [খ. ২য়, হাদীস নং- ১৫৭০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩] এবং সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী [খ. ৮ম, হাদীস নং- ৩৫৩৩, পৃ. ৩৩] কিতাবে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে হাদীসটি 'তাফসীরে কুরতুবী' [খ. ১০ম, পৃ. ৪১৫] কিতাবেও উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন [সহীহু আত-তারগীব, খ. ২য়, হাদীস নং- ১৫৭০, পৃ. ১১৩]।

অত্যধিক গুনাহের কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

অত্যধিক গুনাহের কারণে 'আযাব বা গজব সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা বান্দার অত্যধিক গুনাহের কারণে ('আযাব বা গজব) তা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। তিনি বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

''পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ [সূরা আন-নিসা ০৪:১২৩]।'' এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, সকল প্রকারের বালা-মুসীবত, ভাইরস ও জীবানু আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে এবং শিশু বা মু'মিন মুত্তাকী বান্দাও তাকদীরের কারণে মৃত্যু হয়ে যায়। তা শহীদের মৃত্যু। তবে মু'মিনদের ভরসা শতভাগ আল্লাহর উপরই করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

''(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছুই হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত [সূরা আত-তাওবা ০৯:৫১]।''

অত্যধিক যুলুম করার কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে সময় দিয়ে থাকেন, যেনো তারা তা উপলব্ধি করে তাওবা করে। তিনি বলেন,

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

''আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ [সূরা আ'রাফ ০৭:১৮৩]।'' যালেমদের সময় থাকতে উপলব্ধি করে তাওবা না করলে তাদের গজবের শাস্তি অবধারিত। তিনি বলেন, **لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ** ''যালিমদেরকে আমি (আল্লাহ) অবশ্যই বিনাশ করবো [সূরা ইবরাহীম ১৪:১৩]।'' যালিমরা গাফিল বা তাদের গুনাহের ব্যাপারে তারা উদাসিন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

''তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির [সূরা ইবরাহীম ১৪:৪২]।'' সীমালংঘন ও যুলুমের কারণে আল্লাহ তায়ালা 'আদ, সামূদ ও ফেরাউনের বংশের উপর কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, ''তুমি কি দেখো নাই তোমার প্রতিপালক করেছিলেন 'আদ বংশের। ইরাম ('আদ জাতির পূর্বপুরুষদের একজন) গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিলো সুউচ্চ প্রসাদের? যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি এবং সামূদের প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করছিলো ও বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতির ফেরাউনের প্রতি? যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। প্রতিপালক সবার উপর

অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মানুষ তো এইরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানানিত করেছেন'। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিযিক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন' [সূরা ফাজ্‌র ৮৯:৬-১৬]।''

লূত পরিবারের সীমালংঘন ও যুলুমের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলেন এবং কঠিন শাস্তি দিলেলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

''আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহণকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে। আমার বিশেষ অনুগ্রস্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ, আমি এভাবেই তাদেরকে পুরষ্কৃত করে থাকি। লুত তাদেরকে সতর্ক করেছিলো আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করলো। তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করলো, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আশ্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম [সূরা কামার ৫৪:৩৪-৩৮]।'' সীমালংঘন, অপরাধ ও যুলুমের কারণে এবং ঈমান না এনে রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে আল্লাহ তায়ালা বহু মানবগোষ্ঠীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলেন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

''তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমাতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলো, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি [সূরা ইউনুস ১০:১৩]।'' আল্লাহর আযাব নাযিল করার কারণ এবং কোন কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করার কারণ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

''আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে তার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি (আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করলেও দীন প্রচারে বাধা দিলে তবেই আমি আল্লাহ আযাব নাযিল করি) যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে [সূরা আ'রাফ ০৭:৯৪]।''

সাবাবাসীরা শাম (প্রাচীন সিরিয়া) একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিলে; ফলে সাবা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। তাদের অকৃতজ্ঞ ও অহংকার করায় এক সময় এ বাঁধ ভেঙ্গে ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার পানিতে ভেসে যায়। মূলত এটা তাদের অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞ ও অহংকারের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহর ঘোষণা,

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

''..পরে তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম [**সূরা সাবা** ৩৪:১৬]।'' অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ অহংকারী ছাড়া এমন শাস্তি আমি আল্লাহ কাউকে দেই না। মানবতার উপর যুলুম ও অত্যধিক অত্যচারের কারণে আল্লাহ তায়ালা আকাশ বা ঊর্ধ্বদেশ অথবা যমীন বা পাদদেশ হতে গজবের শাস্তি প্রেরণ করে থাকেন। এ মর্মে আল্লাহর নির্দেশনা,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

''(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনি সক্ষম [সূরা আন'আম ০৬:৬৫]।''

আল্লাহর রাসূলের রেসালতকে অস্বীকার করলে প্রকৃতিক বিপর্যয়

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বা তাঁর রেসালতকে (তথা কুরআন-সুন্নাহকে) অস্বীকার করলে মানুষকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ বা করোনা ভাইরাস দ্বারা পীড়িত করে থাকেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

''তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয় [সূরা আন'আম ০৬:৪২]।'' আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর রেসালতকে স্বীকৃতি দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে মানতে হবে। বলতে হবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তাঁরই 'ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর স্মরণার্থে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

''আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার 'ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো [সূরা তাহা ২০:১৪]।'' তাই মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে 'ইবাদত করলে ও তাঁর স্মরণার্থে সালাত কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করলেই তিনি যাবতীয় গজব হতে মানবতাকে রক্ষা করবেন।

রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপরাধ মারাত্মক। আর এ জাতিয় অবিশ্বাসীরাই মূলত ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

''অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একেরপরএক ধ্বংস[০৯] করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা [সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৪৪]।''

তাই ঐশীবাণীপ্রাপ্ত আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে 'মিথ্যাবাদী' বলে গালি দিলে সে ধ্বংস হবেই।

মূলত তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা প্রত্যেক মানবজাতির একান্ত প্রয়োজন এবং আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়টি Common Sense দ্বারা অনুধাবন করা দরকার। Common Sense দ্বারা অনুধাবন না করলে আল্লাহ তায়ালা দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। এ বিষয়ে ফেরা'উনের অনুসারীদের প্রসংগে তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

''আমি তো ফেরা'উনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে [সূরা আ'রাফ ০৭:১৩০]।'' ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় কারা, তাদের পরিচয় আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহদ্রোহীতার ফলে গজব রাতে-দিনে সকালে-বিকালে যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন,

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

''তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন। অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না [সূরা আ'রাফ ০৭:৯৭-৯৯]।''

সর্ববস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন

প্রবাহমান পানিসহ সকল প্রকারের পানি আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করে থাকন। সুতরাং সর্ববস্থায় তারই শুকরিয়া করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

''(হে রাসূল!) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি? [সূরা মুলক ৬৭:৩০]'' আর আল-কুরআনের বর্ণিত ওয়াদাসমূহ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবেই, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহর ঘোষণা,

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

''তোমাদের সঙ্গে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না [সূরা আন'আম ০৬:১৩৪]।'' বহু মানবগোষ্ঠকে আল্লাহদ্রোহিতা ও কুকর্মের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا

''তাদের পূর্বে আমি কতো মানবগোষ্ঠকে বিনাশ করেছি- যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো [সূরা মারইয়াম ১৯:৭৪]।'' অপর আয়াতে বলা হয়েছে, ''যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভর হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত। অথবা চলাফেরা করতে তিনি তাদের ধৃত করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করিবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু [সূরা নাহাল ১৬:৪৫-৪৭]।''

আল-কুরআনকে সতর্কবাণীস্বরূপ গ্রহণ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সতর্কবাণীস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক মানুষ তাকে ভয় করে ও তার মূল্যবান উপদেশসমূহ গ্রহণ করে চলে। এ প্রসংগে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

''এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি 'আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ [**সূরা তাহা** ২০:১১৩]।'' অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

''আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে [সূরা আয-যুমার ৩৯:২৭-২৮]।''

প্রকৃতিক বিপর্যয়ে নাফরমানদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে প্রেরণ

আল্লাহ তায়ালা নাফরমানদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে প্রেরণ করে থাকেন। যারা চিন্তাও করতে পারে না। তিনি বলেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

''তাদের জন্য আফসোস! যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে এবং পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থের জন্য বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত- তাদের হস্তে যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ এবং তারা যা উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ! [সূরা আল-বাকারা ০২:৭৯]।'' আর আল্লাহর নাফরমানদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে। তারা চিন্তাও করতে পারবে না। এ মর্মে কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

''তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো তবে শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে [সূরা আনকাবূত ২৯:৫৩]।'' আর যালিমদেরকে যুলুম করার অবকাশ দেয়া প্রসংগে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

''..এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতো জনপদকে যখন তারা ছিলো যালিম; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট [সূরা হজ্জ ২২:৪৮]।'' যালিমদেরকে নতজানু অবস্থা বিভিন্ন মহামারী গজব দিয়ে ধ্বংস করা হবে এবং মুত্তাকী ঈমানদারদেরকে ঐ গজব থেকে উদ্ধার করা হবেই। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেন,

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ، ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

''...আমি তো তাদেরকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্রে সমবেত করবোই ও পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই। ... পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো [সূরা মারইয়াম ১৯:৬৮ ও ৭২]।'' আর ইচ্ছাকৃতভাবে ঈমানদার ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তার বদলে শাস্তি হলো চিরকালের জাহান্নাম বলে আল্লাহর ঘোষণা, **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا** ''ইচ্ছাকৃতভাবে ঈমানদার কাউকে হত্যা করলে তার বদলে শাস্তি হলো চিরকালের জাহান্নাম [সূরা আল-বাকারা ০২:১১)]।''

সীমাতিক্রম ও অপরাধী সম্প্রদায়ের কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

সীমাতিক্রম ও অপরাধী বা পাপি সম্প্রদায়কে প্রতিফল প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

''অবশ্য তোমাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠকে আমি তো ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমাতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলো, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী (পাপি) সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি [সূরা ইউনুস ১০:১৩]।'' অনুরূপভাবে সূরা আল-ইসরা বলা হয়েছে-

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

''নূহের পর আমি কতো মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট [সূরা আল-ইসরা ১৭:১৭]।'' অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

''আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে [সূরা আল-কাসাস ২৮:৪৩]।'' এ আয়াতে স্পষ্ট যে, আসমানি গ্রন্থসমূহ মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ। সুতরাং সর্বশেষ আসমানি কিতাব 'আল-কুরআন' এর অনুগত্য করলেই সঠিক পথ ও সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও ক্ষতিকারক ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবে। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে 'আদ, সামূদ ও রাস্স এর অধিবাসীকে ধ্বংসের প্রসংগে এসেছে,

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا

''আমি ধ্বংস করেছিলাম 'আদ, সামূদ ও রাস্স এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে [সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩৮)]।'' মানবগোষ্ঠীকে তাদের অত্যাচার ও যুলমের কারণে ধ্বংস করা হয়, যেনো তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এ প্রসংগে সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

''তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না? [সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩১)]।'' 'সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে,

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ

''ইহাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই তাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন [**সূরা তা-হা** ২০:১২৮]।'' অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ

''ইহাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলো না যে, আমি তো তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী-যাদের বাসভূমিতে তারা বিচার করে থাকে? তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবে না? [সূরা আস-সিজদা ৩২:২৬]।'' অপরাধিদেরকে তাদের অপরাধ করার শাস্তি পেতেই হবে। এ জন্য পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

''..এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। সে বললো,[২] 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যারা তা অপেক্ষা শক্তিতে ছিলো প্রবল, জনসংখ্যায় ছিলো অধিক? অপরাধিদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না [সূরা আল-কাসাস ২৮:৭৭-৭৮]।'' জীন ও মানব সম্প্রদায় নাফরমানি করলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

''তাদের পূর্বে যে জীন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত [সূরা আল-আহকাফ ৪৬:১৮]।'' অর্থাৎ আল্লাহর কথা সব সময়ই সত্যই হয়ে থাকে এবং তার নাফরমানি করলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীগণ আল্লাহর গজবে আক্রান্ত

আর সীমালংঘনকারীরা দুনিয়াতে সাময়িক সুখস্বচ্ছন্দ্য করলেও আখেরাতে তাদের কোন উপকার আসবেনা। ফলে তারা জাহান্নামের আসামি হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান করবে এবং দুনিয়াতে বিভিন্নভাবে আল্লাহর গজবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আল্লাহর ঘোষণা:

لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

''তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিলো না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করতো। সীমালংঘনকারীরা যাতে সুখস্বচ্ছন্দ্য পেতো তারাই অনুসরণ করতো এবং তারাই ছিলো অপরাধী [সূরা হুদ ১১:১১৬]।'' অর্থাৎ সীমালংঘনকারীরা সর্বাবস্থাই মারাত্মক অপরাধী এবং তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে বিভিন্নভাবে আল্লাহর গজবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়।

উপর্যুক্ত আল-কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহদ্রোহিতা কারণে আল্লাহ তায়ালা বহু জাতিকে বিভিন্ন ধরনের গজব পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠিকে নির্বিচারে নির্মমভাবে গণহত্যাসহ বিশ্বের অনেক স্থানে মানবজাতির মাঝে যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃর্ভুত বিচারকার্য, মিথ্যাচার, যিনা-ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়। যা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যাধি।

বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার উপায়

১. পরস্পকে কষ্ট না দেয়া। সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার্থে মানবজাতিকে শারীরিক-মানসিক শাস্তিদান বা অথবা মানসিকভাবে কষ্ট দেয়াকে রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার কথা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে [সহীহুল বুখারী: **بَاب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ** হা. নং ০৯]।"

২. **যুলুম-নির্যাতন ও কৃপনতা থেকে বেঁচে থাকা**। রাসূলুল্লাহ (সা.) সবাইকে সাবধান করে বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ

''তোমরা যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন মারাত্মকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাবে, তোমরা কৃপনতা করো না, কেননা, কৃপনতা ধ্বংস করে [সহীহ্ মুসলিম **بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ** হা নং: ৪৬৭৫]।'' সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে যুলুম ও কৃপনতা থেকে বেঁচে থাকা ঈমানী দায়িত্ব। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

''যালেম (যুলুমকারী ব্যক্তি) ও মাযলূম (যার ওপর যুলুম করা হয়) উভয়কে সাহায্য করো [সহীহুল বুখারী, **بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ** হা. নং- ৬৪৩৮]।'' মাযলূমকারীকে যুলুম হতে রক্ষা করা এবং যুলুমকারীকে যুলুম করতে না দেয়ার অর্থই উভয়কে সাহায্য করা।

৩. **নিজ নিজ উদ্যোগে নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থাকা**। আল্লাহ তায়ালা বলেন **وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى** ''একজনের অপরাধের শাস্তি অপরজনকে দেয়া হবে না [সূরা আল-আন'আম ০৬:১৬৪]।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণে বলেন, ''যে কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের পিতাকে দায়ী করা যাবে না [সহীহ ইবন হিব্বান, হা. নং ৬০৯৫]।'' সুতরাং নিষ্ঠুরতা কোন অবস্থাতেই করা যাবে না। সচেতন হয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে এর থেকে সবাইকে বেচেঁ থাকতে হবে।

৪. কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

''রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (সূরা আহ্যাব ৫৯:২১)।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদীর্ঘ নবুওয়াতী জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের নির্দেশনা দিয়েছেন। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী 'রাসূলুল্লাহ (সা.) যা আদেশ করেছেন' এবং 'যা নিষেধ করেছেন' এ সবকিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে হলে এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে ['ইলমু উসূলিল ফিক্হ, পৃ. ২৪]। আল্লাহ বলেন,

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

''তোমরা সামনে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশা ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত [সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২১]।'' অপর আয়াতে এসেছে,

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ، وَ يُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ، وَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ

''আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে ও পরকালে। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন [সূরা ইব্রাহীম ১৪:২৭]।'' পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

''যদি কোন বিষয়ে তোমাদের পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ ঘটে, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে যাও (সূরা আন-নিসা ০৪:৫৯)।'' এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে মায়মুন ইব্ন মেহরান বলেন,

আল্লাহর প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল মাজীদের দিকে ফিরানো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ফিরানোর অর্থ হলো: সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর থেকে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর মৃত্যু (জান কবয) ঘটিয়েছেন, তখন এর অর্থ হবে তাঁর সুন্নাত বা হাদীসের দিকে ফিরানো (তাফসীরু মাহাসিনিত্ তাবীল, খ. ১ম, পৃ. ১৩৮)।''

বাতিল জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা এবং তার দ্বারা প্রতারিত না হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ

''নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা তো কয়েক দিনের সম্ভোগ। এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটা হলো অতিনিকৃষ্ট অবস্থান [সূরা আল-ইমরান ০৩:১৯৭-১৯৮]।'' মসজিদে, বাজারে, কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথকেই ধরে থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

''বলুন! আমার সালাত নামায, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তার কোন অংশিদার নেই। আমি তারই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল [সূরা আল-আন'আম ০৬:১৬২-১৬৩]।'' কুরআন সুন্নাহর দিকে দৃঢ়ভাবে ফিরে আসা। বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসলে মুসলমানদের উচিত হলো আল-কুরআন সুন্নাহর দিকে দৃঢ়ভাবে ফিরে আসা।

৫. নাফরমানি থেকে ফিরে আসা। সকল প্রকার বালা-মুসীবত আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য ও নাফরমানি থেকে ফিরে আসার জন্য সতর্কতামূলক আযাব আসে থাকে। আর ভাইরাসও অন্যতম সতর্কতামূলক অন্যতম একটি আযাব। গজবের কোন মোকাবিলা হয় না। বরং আল্লাহ বিধান আল-কুরআন ও হাদীসের দিকে ফিরতে হয় এবং গজব থেকে পানাহ চাইতে হয়।

৬. 'তাওবা' ও 'ইস্তেগফার' করা। আল্লাহর গজব ও আযাব থেকে রক্ষার জন্য 'তাওবা' ও 'ইস্তেগফার' করতে হয়। এর বিকল্প আর কি হতে পারে?। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা ও সচেতনতার কথাও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। তবে গজব আসলে বিজ্ঞান-ডাক্তার কোনটাই কাজে আসেনা। কারণ **خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** ''মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে [সূরা আন-নিসা ০৪:২৮]।'' আল্লাহর নিকট 'তাওবা' করার জন্য তিনি 'সূরা আন-নূর'-এ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

''হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো [সূরা আন-নূর ২৪:৩১]।'' আল্লাহর নিকট 'তাওবা' করার জন্য 'সূরা আত্-তাহ্রীমে' আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

''হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আন্তরিক তাওবা (সূরা আত্-তাহ্রীম ৬৬:০৮)।'' আল্লাহর নিকট 'ক্ষমা' চাওয়ার জন্য 'সূরা হুদ'-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

''আর তোমরা নিজেদের পালন কর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো। তাহলো তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় উৎকৃষ্ট জীবনোউপকরণ দান করবেন [সূরা হুদ ১১:০৩]।'' আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার 'তাওবা' কবুল ও গুনাহ ক্ষমা করার কথা 'সূরা আশ্-শুরা'-এভাবে বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

''তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন [সূরা আশ্-শুরা ৪২:২৫]।'' আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার 'তাওবা কবুল করার কথা এভাবে বলেছেন,

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَه وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

''তারা কেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে না? ক্ষমা প্রার্থনা করো না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু [সূরা আত-তাওবা ০৯:১০৯-১১০]।'' আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার 'তাওবা কবুল করার কথা 'সূরা আল-ফুরক্বান'এ এভাবে বলেছেন-

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ، وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

''কিন্তু যারা তাওবা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে ভালো আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু [সূরা আল-ফুরক্বান ২৫:৭০]।'' সকল প্রকার মহামারী থেকে মুক্তি পেতে হলে 'আমলে সালেহের পাশাপাশি 'তাওবা' ও 'ইস্তেগফার' বেশি বেশি করা দরকার।

৭. **'আমলে সালেহ বা নেককর্মে করা**। 'আমলে সালেহ বা নেককর্মের উসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি দ্রুত কবুল করেন। যা সহীহ লি-মুসলিম [**بَاب تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا**, হাদীস নং- ৪৬২৬] হাদীসে বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির দু'আ কবুলের ঘটনাটি দ্বারা স্পষ্ট। বেশি বেশি 'আমলে সালেহ করা।

৮. **রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরুদ পাঠ করা**। দু'আ করার পূর্বে কিছু সূরা তেলাওয়াত করা ভালো। তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরুদ পাঠ না করলে (**إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم**) ''আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আটি থেমে থাকে বলে সুনানুত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে [জামে আত-তিরমিযী, **بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم**, হা. নং- ৪৪৮]।'' সহীহ লি-মুসলিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) **يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ** ''দুই হাত উচুঁ করে দু'আ করতেন [সহীহ্ মুসলিম, **بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ**, হা. নং- ১৪৯০]।'' তবে (**لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ**) ''আযান ও ইকামতের মাঝখানের সময়ে বেশি দু'আ কবুল হয় [সুনানু আবী দাউদ, **بَاب مَا جَاءَ فِي**

الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ, হা. নং- ৪৩৭]।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) মা'সূম বা নিস্পাপ হওয়ার পরও সর্বদা তাঁর 'আমল সম্পর্কে সহীহুল বুখারীতে এসেছে-

النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

''রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর নিকট গুনাহ ক্ষমা প্রর্থনা করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর [সহীহুল বুখারী, **بَاب قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ**, হা. নং- ৫৯১৯]।'' ''হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা কর [সহীহ মুসলিম, **بَاب مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ** হা. নং- ৯৩০]।''

৯. **আল্লাহর যিকির করা**। ''আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকির করতেন [জামি' আত-তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মূসা, হা. নং- ৩৩২০, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৯৬]।'' এ হাদীসটি 'সহীহ লি-মুসলিম' [**بَاب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا**, হা. নং- ৫৫৮], সুনানুত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ**, হা. নং- ৩৩০৬], ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'আল-মুসনাদ' [হা. নং- ২৫১৭২, খ. ৫৩, পৃ. ৩২০) 'আস-সুনানুল কুবরা' [খ. ১ম, **باب الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر**, হা. নং- ০১, পৃ. ৯০], 'আল-মুসনাদুল জামে' [হা. নং- ১৭০৪৯, খ. ৫১, পৃ. ১৪২], 'তুহ্ফাতুল আশরাফ বিমা'রিফাতিল আতরাফ' [হা. নং- ১৬৩৬১, খ. ১২, পৃ. ৩৫৯] এবং 'সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী' [খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৮৪, পৃ. ৩৮৪]সহ আরো অনেক কিতাবে পাওয়া যায়। মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে গবেষণামূলক তাহকীক করে **صحيح** 'সহীহ্' বলে মন্তব্য করেছেন [সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী, খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৮৩, পৃ. ৩৮৩]।[৩] দু'আ ও যিকির উচ্চস্বরে না পড়ে নিম্নস্বরে পড়তে হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

''তোমরা প্রভুকে স্মরণ করো, মনে মনে বিনীত ও সশংকচিত্তে (ভীতিসহকারে) অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধায় (অর্থাৎ, সর্বক্ষণ) এবং তুমি উদাসীন হবে না [সূরা আল-'আরাফ ০৭:২০৫]।''

১০. **আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে দু'আ করা**। দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নিকট মানুষের ফরিয়াদ (**الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ**) ''দু'আ করাও ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত [সুনানু আবী দাউদ, **بَاب الدُّعَاءِ**, হা. নং- ১২৬৪]।'' দু'আ বা মহান আল্লাহর নিকট সরাসরি প্রার্থনার মাধ্যমে একজন মানুষের দৈহিক রোগের শিফা বা আরোগ্য, দুঃখ-বেদনা দূরকারী এবং ক্বালব বা অন্তরের শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে থাকে, অহংকার দূর হয়ে যায়। দু'আ করা **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** 'ইবাদাতের প্রাণ [সুনানু আবী দাউদ, অনুচ্ছেদ- **بَاب الدُّعَاءِ**, হা. নং- ১২৬৪]।' হাদীসের অপর বর্ণনায় দু'আকে (**الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ**) 'ইবাদাতের মগজ বলা হয়েছে' [সুনানুত্ তিরমিযী, অনুচ্ছেদ- **بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ**, হা. নং- ৩২৯৩]। আর 'ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

''আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে [সূরা আয্যারিয়াত ৫১:৫৬]।'' আর 'ইবাদত কখনো বিফলে যায় না। আর দু'আ করলে কখনো সাথে সাথে আবার কখনো

বিলম্বে কবুল হয়। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী (**رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ**) ''দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে হয় [সহীহ মুসলিম, **بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ** হা. নং- ১৪৯০]।'' আল্লাহ মানুষকে দয়া ও মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তিনি বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

''তোমার প্রতিপালক এরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন, অথচ এর অধিবাসীরা পুন্যবান (সূরা হূদ, ১১৭)।'' দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করে [সুনানুত তিরমিযী, অনুচ্ছেদ- **بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ**, হা. নং- ৩২৯২]। আল্লাহর কাছে বান্দা প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তা কবুল করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

''তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো, যারা অহংকারে আমার 'ইবাদাত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে [সূরা মু'মিন ৪০:৬০]।'' পৃথিবীর পূর্ববর্তী-পরবর্তী 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ মহান আল্লাহর নিকট যতো ধরনের দু'আ করে, তন্মধ্যে ওহীলব্ধ আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক উপকারী। কেননা, দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন দিক ও প্রয়োজন নেই, যা এসব দু'আয় বর্ণিত হয়নি। নিজ নিজ ভাষায় প্রার্থনার পূর্বে দু'আগুলো সর্বদা পাঠ করা দরকার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم **قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ**

''আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আর চাইতে কোন জিনিস আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত নয় [তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মূসা, হা. নং- ৩৩০৭, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৮৯]।'' এ হাদীসটি সুনানুত তিরমিযী (-**بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ**, হাদীস নং- ৩২৯২), 'সহীহু ওয়া দা'ঈফু আল-জামি'উস সগীর' [খ. ২০, হা. নং- ৯৫২৩, পৃ. ৯৫] এবং 'সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী' [খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৭০, পৃ. ৩৭০] কিতাবে পাওয়া যায়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

''আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে, আমি সে ধারণার নিকটে আছি (অর্থাৎ বান্দার ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি) এবং আমি বান্দার সাথে আছি যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।'' এ হাদীসটি সহীহ লি-মুসলিম (**بَاب فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى**, হা. নং- ৪৮৪৯), সুনানুত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ**, হা, নং- ২৩১০] এবং মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল [হা. নং- ৯৩৭৩, ৯৮৩৪, ১০৫৩৮, ১২৭১৫ ও ১৩৪২৯] কিতাবে পাওয়া যায়।

'উমর (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত না হওয়ার দু'আ করতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

''আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তোমার (মহামারী) বিপদ হতে মুক্ত রেখেছেন এবং যিনি

আমাকে অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন।'' এ দু'আটি জামি'উত তিরমিযী [**بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى** হা. নং- ৩৩৫৩, ৩৩৫৪], সুনানু ইব্ন মাজা [**بَاب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ**, হা. নং- ৩৮৮২], ইমাম হাকেম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকু' [খ. ৫ম, হাদীস নং- ১৯৬১, পৃ. ৫৯], সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৫৩০৯, খ. ২১, পৃ. ৪৮০] এবং আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী [হা. নং- ২২১, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

খালেদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কে বা ভয়ে ঘুম না আসলে এ দু'আ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

''আমি পানাহ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের ওসিলায় আল্লাহর গজব ও শাস্তি হতে এবং আল্লাহর বান্দাগণের অনিষ্টকারিতা হতে এবং শয়তানদের ওয়াস্ ওয়াসাহ হতে ও যেনো শয়তানেরা আমার নিকট আসতে না পারে।'' এ দু'আটি জামি'উত তিরমিযী [**بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى** হা. নং- ৩৩৫৩, ৩৩৫৪], মুয়াত্তা ইমাম মালিক [**بَاب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ التَّعَوُّذِ**, হাদীস নং- ১৪৯৬) ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'আল-মুসনাদ' [হা. নং- ৬৪০৯, ১৫৯৭৮ এবং ২২৭১৯] মুসান্নাফু আবী শায়বা [**في الرجل يفزع من الشئ**, হা. নং- ০১, খ. ৫ম, পৃ. ৪৪৮] এবং আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানী [হা. নং- ৯০৯, খ. ২য়, পৃ. ৪৪২] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বিপদগ্রস্ত সকল মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কে বা ভয়ে ঘুম না আসলে উক্ত দু'আ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'আমল।

আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। আল-কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ ওহীয়ে মাতলু বা প্রত্যক্ষ ওহী এবং সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ ওহীয়ে গাইরে মাতলু বা পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মাধ্যমে এসেছে। তাই এ দু'আসমূহের মাধ্যমে রয়েছে অধিক কল্যাণ ও উঁচু স্তরের মর্যাদা। আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর শেখানো ভাষা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যবানে বর্ণিত ভাষার মাধ্যমে দু'আ আরও বেশি মর্যাদা-সম্মান ও কবুলের আশা করা যায়।

১১. মহামারী থেকে বেঁচে থাকা দু'আ

আবী সালমা (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেলে তা থেকে দু'আ করতেন-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا

''আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার মুসিবতের সাওয়াব চাই, এ মুসিবতের মধ্যে আমাকে তুমি আশ্রয় দান করো এবং এ মুসিবতের পরিবর্তে আমাকে কল্যাণ দান করো।'' এ দু'আটি সুনানুত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ**

بِالْيَدِ, হা. নং- ৩৪৩৩] ও মা'রিফাতুস সাহাবা [হা. নং- ৩৭৭৪, খ. ১২, পৃ. ১১৭] কিতাবে এসেছে। তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনাসহ যেকোন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গেলে পড়তে হবে,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

''আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তমকার্য নির্বাহক, তারই ভরসা করছি।'' এ দু'আটি জামি'উত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصُّوَرِ**, হা. নং- ২৩৫৫], মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল [হা. নং- ২৮৫৩, ১০৬১৪] সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৮২৪, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৩৮], মুসান্নাফু আবী শায়বা [হা. নং- ৮২৪, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৩৮] এবং আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী [হা. নং- ২২১, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল। আমাদের ঈমানও দুর্বল। তুমি আমাদের ঈমানের পরীক্ষা দিও না। আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করো। আমাদের সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করো। বেশি বেশি আমলে সালেহ করার তাওফীক দাও। আমাদেরকে সকল স্তরের মহামারী থেকে হেফায করো। বিশেষ করে 'করোনা ভাইরাস' বা ডেঙ্গুজ্বর এর মতো মারাত্মক মহামারি দিও না। সকল স্তরের মহামারি থেকে মুক্তির দু'আ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

''হে আল্লাহ! তোমার গজব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না, বরং তার আগেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।''এ দু'আটি জামি'উত তিরমিযী [**بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ**, হা. নং- ৩৩৭২], মুসনাদু আহমদ [হা. নং- ৫৫০৩, খ. ১২, পৃ. ৪০] আল-মুসান্নাফু আবূ শায়বা (হা. নং- ০৬, খ. ৭ম, পৃ. ৩০), ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' [খ. ৩য়, অনুচ্ছেদ- **باب ما يقول إذا سمع الرعد**, পৃ. ৩৬], ইমাম নাসাঈ তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' [খ. ৬ষ্ঠ, হা. নং- ১০৭৬৪, পৃ. ২৩০], ইমাম হাকেম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকু' [খ. ১০, হা. নং- ১৩০৫২, পৃ. ৪৫৬], কানযুল 'উম্মাল [হা. নং- ১৮০৩৫, খ. ৭ম, পৃ. ৭৬] এবং 'মেশকাতুল মাসাবীহ্' [**باب في الرياح**, হা. নং- ১৫২১]কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। গজব থেকে মুক্তির আরেকটি পরীক্ষিত দু'আ,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

''হে আল্লাহ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগলামী হতে, খুঁজলী-পাঁচড়া হতে এবং বিভিন্ন প্রকারের ঘৃণ্য রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'' এ দু'আটি সুনানু আবী দাউদ [**بَاب فِي الِاسْتِعَاذَةِ**, হা. নং- ১৩২৯] ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'আল-মুসনাদ' [হা. নং- ১২৫৩৪] ও মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান তাঁর 'আল-মুসনদুস্ সহীহ' [খ. ৫ম, **ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من حدوث العاهات**, হা. নং- ১০২৩, পৃ. ২৮] কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

সকল প্রকারের গজব, ভাইরাস ও মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي ...وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

''হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সম্পর্কে আপনার কাছে অনুকম্পা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে ঢেকে দিন এবং আমার ভয়গুলো বিদূরিত করুন এবং আমাকে সামনে ও পিছন থেকে এবং ডান ও বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার নিচে দিয়ে আমাকে ধসিয়ে দেয়া থেকে আমি আপনার নিকট পানাহ চাই।'' এ দু'আটি সুনানু আবী দাউদ [**بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ**, হা. নং- ৪৪১২] ও সুনানু ইব্ন মাজা [**بَاب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى**, হা. নং- ৩৮৬১] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

দেহের অনিষ্ট এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শির্ক থেকে মুক্ত থাকার জন্য আবূ বকর (রা.)কে রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

''হে আল্লাহ! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞতা, আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক। আমি সাক্ষ দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি আমার দেহের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শেরেকি কার্যকলাপ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।'' এ দু'আটি সুনানুত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى** হা. নং- ৩৩১৪], সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৯৬৭] আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ৭৭১৫ ও ৯৮৩৯] ও মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল [হাদীস নং- ৪৯, ৬০ ও ৭৬২০] কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন বিধায় তা খুবই গুরুত্বপর্ণ। হাসপাতাল, বাজার[৪]-ঘাট বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মহামারী হতে মুক্তির দু'আ প্রসংগে এসেছে,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

''আল্লাহর নামে, আমি ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। হে আল্লাহ! আমার পদস্খলন থেকে কিংবা পথভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে অথবা অজ্ঞতাবশত কারো অশোভন আচরণ থেকে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'' এ দু'আটি সুনানুত তিরমিযী [**بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ**, হা. নং- ৩৩৪৯], আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ২৫৩৫০, খ. ৫৪, পৃ. ৬২] ও আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'আল-মুসনাদ' [হা. নং- ২৫৪০০] কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, যে এ দু'আ পড়বে, কোন কিছুই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তা হলো,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

''আ'উযু বি কালিমাতিল্লাহিত্ তা'ম্মাতি মিন শার্রি মা-খালাক।'' হাদীসটি সহীহ লি-মুসলিম [**بَاب فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ**, হা. নং- ৪৮৮১, ৪৮৮২ ও ৪৮৮৩], ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা [হা. নং- ১৪৯৭], সুনানু আবী দাউদ [**بَاب كَيْفَ الرُّقَى**, হা. নং- ৩৩৯৯), সুনানুত তিরমিযীতে ০৩ বার (**بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا بَاب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ** হা. নং- ৩৫০৯], ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর 'আল-মুসনাদ' [হা. নং- ৬৪০৯]

কিতাবেও উল্লেখ করেছেন। তাই করোনা ভাইরাসসহ সকল প্রকারের ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে এ দু'আটি কার্যকর। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসীবতের সময় এ দু'আ পড়তেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

''আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, যিনি মহান ধৈর্যশীল, যিনি মহান আরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, যিনি আকাশসমূহে রব ও যমীনের রব এবং সম্মানিত 'আরশের রব [সহীহ্ মুসলিম, **بَاب دُعَاءِ الْكَرْبِ,** হা. নং- ৪৯০৯]।'' বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে গেলে তার থেকে মুক্তি পাওয়া অপর দু'আ,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

''আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন, মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি সহনশীল, অতি দয়ালু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক [তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মূসা, হা. নং- ৩৪৩৬, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৭৪-১৭৫]।''

শরীরের যে-কোনো স্থানে ব্যথা হলে তা মুক্তি পাওয়ার দু'আ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ

''তুমি তোমার হাত ব্যাথার জায়গায় রাখো এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলো এবং সাতবার এ দু'আ পড়,**أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ**,''আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'' এ দু'আটি সহীহ্ লি-মুসলিম [**بَاب اسْتِحْبَابِ بَاب مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ ذكر وصف التعوذ الذي يعوذ** صلى الله عليه وسلم **وَمَا عُوِّذَ بِهِ المرء نفسه عند ألم يجده,** হা. নং- ৪০৮২], সুনানু ইব্ন মাজা [হা. নং- ৩৫১৩], সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৩০২৬] আল-মু'জামুল কাবীর [হাদীস নং- ৮২৬৩] আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ২০৮৩৯] কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত দু'আর শব্দগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেই তিনি কবুল করেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, যখনই মানবজাতির মাঝে যুলুম, শোষণ, নিপিড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃর্ভুত বিচারকার্য, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়, তখনই আল্লাহর গজব মানবজাতির উপর নাযিল হয়। স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসলে মুসলমানদের করণীয় হলো আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে এবং তাঁর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল-কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা মেনে যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর নিকট দু'আ চাইতে হবে। গজব থেকে রক্ষায় দু'আর বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ের

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক শিরোনামের প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা :

১. যেমন: আইয়ূব (আ.) বলেছিলেন (**أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** সূরা আল-আম্বিয়া-২১:৮৩) ''হে আমার রব আমাকে কষ্ট-যাতনা স্পর্শ করেছে অথচ তুমি তো পরম দয়ালু।''

২. এ কথাটি কারূনের। সে ছিলো মূসা (আ.) এর চাচাতো ভাই। (দ্র. সূরা আনকাবূত: ৩৯ ও মু'মিন ২৪ আয়াতদ্বয়) ফির'আওনের অন্যতম পারিষদ; কার্পণ্যের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।

৩. 'ধ্বংস' শব্দ মূল 'আরবীতে উহ্য আছে। দ্র. কাশ্‌শাফ, জালালাইন, বায়যাবী ইত্যাদি। উদ্ধৃতি-সম্পাদনা পরিষদ / *আল-কুরআনুল কারীম* / বাংলা অনুবাদ, ৫৪তম মুদ্রণ, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৪৩৭ হি./২০১৭ খ্রি., টিকা নং- ১১৫৮, পৃ. ৫৪৯।

৪. বাজারে গেলে এ দু'আ পড়া: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا السُّوقِ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً** দ্র.- সুলায়মান ইব্‌ন আহ্‌মদ আবুল কাসেম আত-তাবারানী / *আল-মু'জামুল কাবীর* / হা. নং- ১১৪২, খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি, পৃ. ৪৯৭।

গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ফখরুদ্দীন, আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌নুল হাসান, আর-রাযী, আত-তাইমী / *মাফাতীহুল গাইব* / বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.

২. সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরী / *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা* / ঢাকা : আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি.

৩. মোঃ ওসমান গনি / *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান* / খ. ১ম, ঢাকা : 'আবদুল্লাহ এন্টার প্রাইজ, ২০০১ খ্রি.

৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহ্‌মদ আবূ হাতেম আত-তামিমী আল-বাসতী / *আস-সহীহ* / বৈরূত : মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.

৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ, আল-কুরতুবী / *আল-জামি' লি আহ্‌কামিল কুরআন* / বৈরূত : দারু ইয়াহ্‌ইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৬৫ খ্রি.

৬. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আলবানী / *সহীহু আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* / খ. ২য়, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি

৭. ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ / *মিশকাত আল-মাসাবিহ* / ১ম খ, কলিকাতা : এম বশির হাসান এন্ড সন্স, তা.বি.

৮. আবুল ফাযল, আন-নববী আস-সাইয়্যেদ / *আল-মুসনাদুল জামে'* / প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি

৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, ইমাম, আল-বুখারী / *সহীহুল বুখারী* / খ.১ম, ইণ্ডিয়া, ইউ,পি : আসাহ্‌হুল মাতাবি' তা.বি

১০. মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ, ইমাম, আল-কুশায়রী / *আস্‌-সহীহ লি-মুসলিম* / কলকাতা : মাতবা'আতু

আসাহ্হিল মাতাবি', দারুল ইশা'াতিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.

১১. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ 'ঈসা, ইমাম, আত-তিরমিযী / *আস-সুনান* / বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরবী, তা.বি

১২. সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, আবূ দাউদ, ইমাম, আস্-সিজিস্তানী / *সুনানু আবী দাউদ* / কলকাতা : আসাহ্হুল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যা, তা.বি

১৩. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা, আল-কায্বীনী, ইমাম / *সুনানু ইবনি মাজা* / আল-হিন্দ : আসাহ্হুল মাতাবি' তা.বি

১৪. আবূ 'আবদির রহমান আহ্মদ ইব্ন শু'আয়ব নাসাঈ, হাফেয, ইমাম / *আস্-সুনান* / খ.১ম, কিতাবু সালাতিল 'ঈদাইন, দেওবন্দ : দারুল কিতাব, তা.বি

১৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইমাম / *আল-মুসনাদ* / কায়রো : মু'আস্সাসাতু কুরতুবাহ্, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮ খ্রি.

১৬. আলা উদ্দীন 'আলী মুত্তাকী ইব্ন হুসামুদ্দীন, আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী / *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল* / আলোপ্পো : ৯৭৫ হি./১৫৬৭ খ্রি.

১৭. মালিক ইব্ন আনাস, ইমাম / *আল-মুয়াত্তা* / মুওয়াস্সাসাতু যায়েদ ইব্ন সুলতান, ১ম সংস্ক, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.

১৮. আবূ 'আবদিল্লাহ, আল-হাকেম, ইমাম, আন-নায়সাপূরী / *আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস্ সহীহাইন* / বৈরূত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯৯ খ্রি.

১৯. আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ, আল-বাগভী, মুহীউস সুন্নাহ / *তাফাসীরে আল-বাগভী* / দারু তাইয়্যেবা লিন্নাশর ওয়াত্ তাওযীহ, ৪র্থ সংস্ক. ১৪১৭ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

২০. ইমাম. আশ-শায়বানী, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল / *মুসনাদু ইমাম আহ্মদ* / কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা.বি

২১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ বকর / *আল-মাসান্নাফু ফী আহাদীসিল আসার* / রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশ্দ, ১ম. সংস্ক, ১৪০৯ হি.

২২. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী / *সহীহু আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* / রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় সংস্ক. ১৯৮৮ খ্রি.

২৩. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী / *সহীহ ওয়া দা'ঈফু আল-জামিউস সগীর* / প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি

২৪. 'আবদুর ওহ্হাব খাল্লাফ / *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ* / আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.